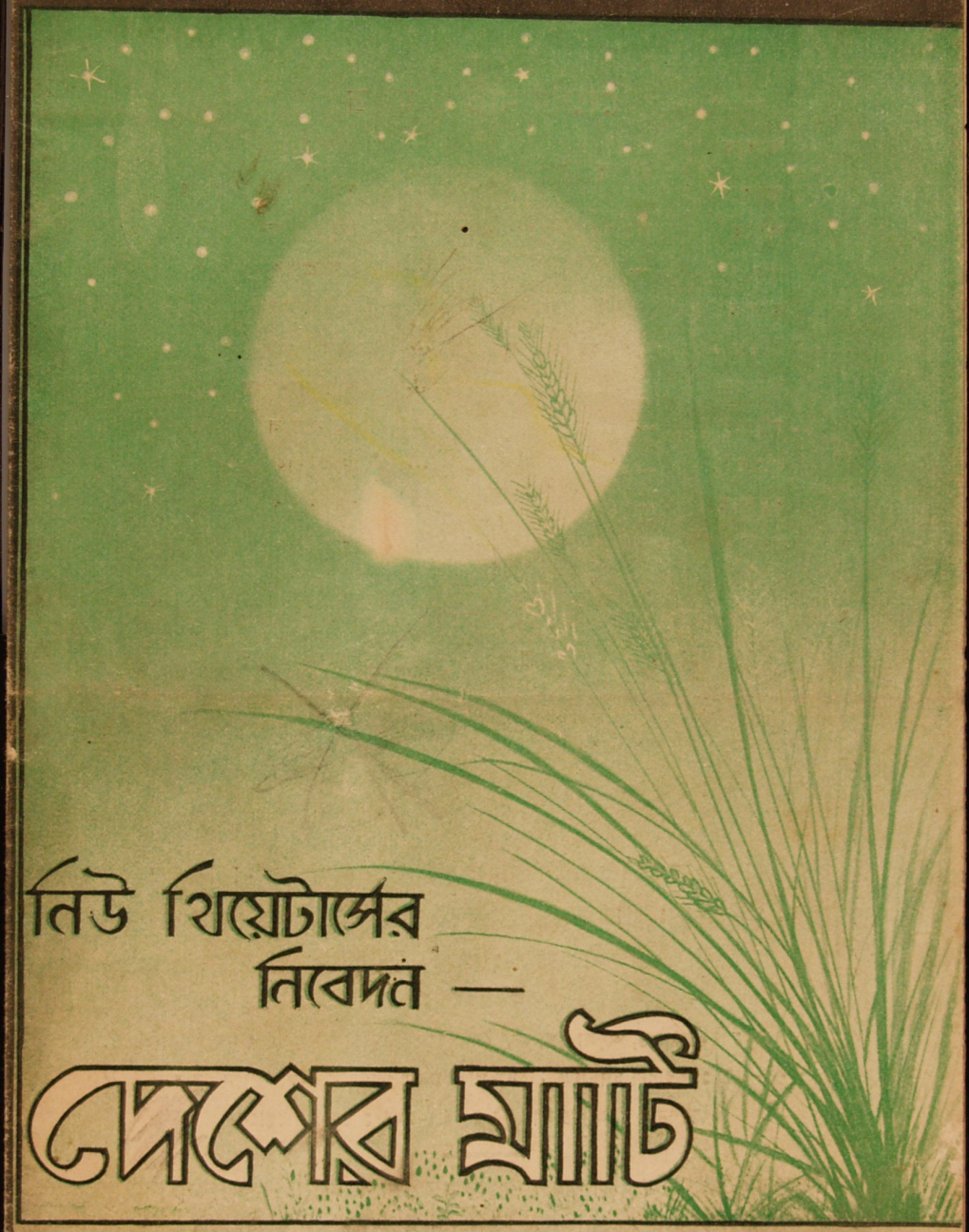

নিউ থিয়েটার্সের
নিবেদন —
দেশের মাটি
Chowdhury Studio

দেশের মাটি : চরিত্র

অশোক	দুই বন্ধু	... সায়গল
অজয়		... দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর	অজয়ের পিসতুতো ভাই	... ইন্দু মুখার্জ্জি
কুঞ্জ	...	... কৃষ্ণচন্দ্র দে
ডাক্তার	অশোকের তিন বন্ধু	... শ্যাম লাহা
উকিল		... পঙ্কজ মল্লিক
ব্যবসায়ী		... ভানু ব্যানার্জ্জি
ষষ্ঠীচরণ	...	... অহি সান্যাল
নায়েব	...	... টোনা রায়
যদু চক্রবর্ত্তী	...	... অমর মল্লিক
অরুণা	অজয়ের ভগিনী	... চন্দ্রাবতী
গৌরী	কুঞ্জের কন্যা	... উমা দেবী

পরিচালনা, চিত্রশিল্প, চিত্রনাট্য : নীতীন বসু

শব্দযন্ত্রী : মুকুল বসু — সুরশিল্পী : পঙ্কজ মল্লিক

সম্পাদনা : সুবোধ মিত্র — রসায়নাগার অধ্যক্ষ : সুবোধ গাঙ্গুলী

ব্যবস্থাপক : পি, এন, রায় — সেটিং : অর্জ্জুন রায়, সৌরেন সেন, পি, এন, রায়

কাহিনী : বিনয় চ্যাটার্জ্জি, শৈলজানন্দ মুখার্জ্জি, সুধীর সেন, নীতীন বসু

সহঃ পরিচালক : সুধীর সেন — সহঃ সুরশিল্পী : হরিপ্রসন্ন দাস

সঙ্গীত রচনা : অজয় ভট্টাচার্য্য

সহকারিগণ :

চিত্র-শিল্পে : দিলীপ গুপ্ত, অমূল্য মুখার্জ্জি, কেষ্ট হালদার, যোগী দত্ত এবং মনু ব্যানার্জ্জি

শব্দ-যন্ত্রে : অরবিন্দ চ্যাটার্জ্জি ; সেট-পরিকল্পনায় : অনাথ মৈত্র, পুলিন ঘোষ

ব্যবস্থাপনায় : অজিত লাহিড়ী ॥ ধারা-রক্ষী : জোয়াদ হোসেন

বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রাদি দ্বারা সাহায্য করার জন্য মেসার্স উইলিয়াম্‌ জ্যাকস্‌ লিঃ এবং মেসার্স জেসপ অ্যাণ্ড কোং লিমিটেডের নিকট আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি

'দেশের মাটি' চিত্রের রেকর্ডিং—বি-এ-এফ সাউণ্ড সিষ্টেমে হইয়াছে

দেশের-মাটি

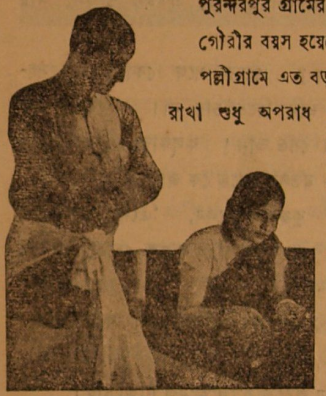

পুরন্দরপুর গ্রামের কুঞ্জ ঠাকুর অন্ধ—অবস্থা মন্দ নয়।

গৌরীর বয়স হয়েছে।

পল্লীগ্রামে এত বড় বয়স পর্য্যন্ত সুন্দরী মেয়েকে অবিবাহিতা রাখা শুধু অপরাধ নয়—পাপ! তাই গ্রামের সমাজ কুঞ্জ ঠাকুরকে একঘরে করলে। যদু চক্রবর্ত্তী হলেন এই সমাজের মাথা।

যদু স্থির ক'রলেন—কুঞ্জ ঠাকুরের জমিতে কেউ লাঙল্‌ দেবে না।

এদিকে কলকাতায় অজয় আর অশোক—দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওদের বন্ধুত্ব আশৈশব।

অজয় বড়লোক, অশোক গরীব। কে কি কাজ ক'রবে—সম্প্রতি এই নিয়ে তাদের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটলো।

বন্ধু অজয় বললে, 'দ্যাখ্‌ অশোক, এটা হচ্ছে যন্ত্রের যুগ। চল্‌ আমরা দু'জনে বিলেত থেকে এই সব কিছু শিখে আসি। তাতে নিজেদের উন্নতি তো হবেই—আর দশজনেরও কাজে লাগবো।'

অশোক তাতে রাজী নয়—সে বলে, 'কিন্তু ভাই, আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমানে কৃষিকার্য্যই আমাদের প্রধান কার্য্য।'

অজয় সে-কথা শুনতে চায় না। দুই বন্ধুতে বিলেত যাবে, যাবার যা-কিছু আয়োজন সে ক'রে ফেলেছে।

অজয়ের বাড়ীতে আছে সে নিজে, তার এক অবিবাহিতা যুবতী ভগিনী অরুণা, তার এক পিসতুতো ভাই শশধর, আর তার বাপের আমলের নায়েব-মশাই।

দুই বন্ধুতে বিলেত যাবে, আজ তাদের আনন্দের দিন। কিন্তু সব আনন্দ

অশোক দিলে মাটি ক'রে। এসেই বল্‌লে, বিলেত সে যাবে না, দূরের কোনও গ্রামে গিয়ে যেমন ক'রে হোক চাষ করবে।

* * * *

শেষ পর্য্যন্ত করলেও তাই। কৃষির ওপর অশোকের যে প্রচণ্ড বিশ্বাস—তাকেই সম্বল ক'রে অশোক গিয়ে হাজির হ'লো পুরন্দরপুর গ্রামে। তার সঙ্গে গেল আরও তিন জন বন্ধু। একজন ডাক্তার, একজন উকিল, আর একজন 'ব্যবসাদার।'

চাষ ত' করবে, কিন্তু জমি দেবে কে? ওদের সঙ্গে কোনরকমের সহযোগীতা যদুর মতে অবাঞ্ছনীয়। কেউ জমি দিতে চায় না। অনাবাদী জমি—যেমন পড়ে আছে তেমনি পড়ে থাকবে সেও ভাল! কল্‌কাতা থেকে এসেছে ওরা—শহরের লোক—ভেতরে ভেতরে কি মতলব আছে কে জানে?

অশোক এলো কুঞ্জর কাছে। কুঞ্জ বললেন, 'এসো তোমরা, আমি জমি দেবো। জমি দেবো, গরু দেবো, লাঙল্ দেবো, থাকতে দেবো।'

কুঞ্জ ঠাকুর এও বললেন, 'ভিন্‌গা থেকে মজুর আনিয়ে চাষ করাতে হবে। নিজের হাতে তোমরা পারবে না।'

অথচ ভিন্‌গাঁ থেকে মজুর আনিয়ে চাষ করতে হ'লে অনেক টাকা চাই।

অশোক কল্‌কাতায় এলো টাকার সন্ধানে। অজয় তখন বিলেত চ'লে গেছে। তার সঙ্গে দেখা হ'লো না। অরুণা তাকে টাকা দিতে চাইলে। কিন্তু অরুণার কাছ থেকে টাকা নিতে তার লজ্জা হ'লো। টাকা সে নিলে না।

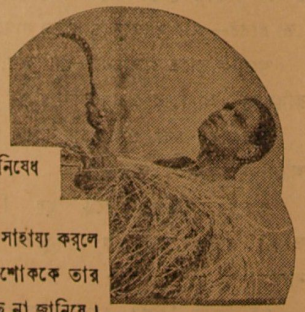

অরুণা তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে, অশোককে তার টাকা নিতেই হবে। শশধরের হাত দিয়ে টাকা সে পাঠিয়ে দিলে লুকিয়ে। টাকা কে দিয়েছে, শশধরকে সে কথা বলতে নিষেধ ক'রে দিলে।

এদিকে অশোককে লুকিয়ে লুকিয়ে সাহায্য করলে অরুণা, ওদিকে গৌরীও দেখা গেল অশোককে তার সাধ্যমত সাহায্য করতে চায়, কাউকে কিছু না জানিয়ে।

তবে কি অরুণা ও গৌরী দু'জনেই অশোককে ভালবাসে?

এদিকে গৌরীর ব্যাপারটা কেমন করে না-জানি যদু চক্কোত্তি আন্দাজে টের পেয়েছে।

এই নিয়ে একদিন যদু প্রকাশ্য মজলিসে কুঞ্জ ঠাকুরকে যৎপরোনাস্তি অপমান করলেন। আর শুধু কুঞ্জকে অপমান করেই তিনি ক্ষান্ত হ'লেন না—অশোকদের কাজের ক্ষতি করবার জন্যেও ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

একদিন রাতে যদু এলেন কুঞ্জর ক্ষেতে। উদ্দেশ্য সমস্ত ফসল নষ্ট ক'রে দিতে হবে। কিন্তু কাজে অগ্রসর হ'য়েই যদু হঠাৎ বাধা পেলেন। যা ঘটেছিলো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—সীমা তিনি পেরিয়ে গেছেন ব'লে—তাঁর বিবেক আজ আর সুপ্ত থাকতে রাজী হলো না। যদুর সঙ্গে বৃহত্তর যদুর পরিচয় হলো। যদুর চোখে জল এলো।.....

অশোকদের প্রাণপাত পরিশ্রম আর একাগ্র নিষ্ঠার গুণে কুঞ্জ ঠাকুরের সমস্ত মাঠ একেবারে ধানে ধানে ভ'রে গেছে।

অপর্য্যাপ্ত পাকা ধান ছড়িয়ে রয়েছে কুঞ্জ ঠাকুরের মাঠে। এত ধান যে, অশোকেরা কেটে শেষ ক'রে উঠতে পারছে না।

আর ঠিক সেই সময়েই এলো দৈবের বিড়ম্বনা! সারা আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে ফেল্‌লে। এক পশলা বৃষ্টি হ'লেই সর্ব্বনাশ! মাঠের ধান মাঠেই থেকে যাবে।

অশোকের দুর্ভাবনার আর অন্ত নেই।

কিন্তু অকস্মাৎ শশধর তাকে বাঁচালে সে-দুর্ভাবনা থেকে।

কলকাতা থেকে হঠাৎ সে একদিন একটা প্রকাণ্ড 'ট্রাক্‌টার' নিয়ে এসে হাজির!

কিন্তু হতভাগা টাকা পেলে কোথায়?

অশোককে বল্‌লে, 'সে-সব জেনে তোমার দরকার নেই। তবে অরুণার কাছ থেকে আনিনি—এইটুকুই শুধু জেনে রাখো।'

এতদিনে সমস্ত গ্রামের লোক বুঝতে পারলে—অশোকের সঙ্গে যোগ না

দিয়ে তারা ভুল করেছে। এবার তারা দলে দলে যোগ দিতে লাগ্‌লো। সমস্ত গ্রামের লোক এক হয়ে গেছে। খণ্ড খণ্ড জমির আল ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে।

সুবিস্তৃত সমতল ক্ষেতের ওপর এবার 'ট্রাক্‌টার' চল্‌বে। গ্রামে যেন উৎসব সুরু হয়েছে। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এসে জড়ো হয়েছে ক্ষেতের ধারে। দৈত্যের মত মেসিন চল্‌ছে সব একাকার ক'রে দিয়ে।

অজয় ফিরে এলো বিলেত থেকে! তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার কারণ—সে ঠিক করেছে দেশে ফিরেই নতুন ধরণের একটি কোলিয়ারী কর্‌বে। বোরিং রিপোর্টে একটা জায়গায় সে প্রথম শ্রেণীর কয়লার সন্ধান পেয়েছিল।

কিন্তু এসেই শুন্‌লে, ঠিক সেই জায়গাতেই চাষ করছে তার বন্ধু অশোক।

কোলিয়ারী তৈরী করবার কল্পনা তাকে পরিত্যাগ করতে হ'লো।

চাষ কর্‌তে গিয়ে অশোক কৃতকার্য্য হয়েছে শুনে অজয়ের আনন্দের আর সীমা রইলো না। অজয় জান্‌তো—অরুণা অশোককে ভালবাসে।

অজয় নিজে গেল পুরন্দরপুরে—অশোকের কাজ দেখ্‌তে, বন্ধুকে তার অন্তরের অভিনন্দন জানাতে। কিন্তু গিয়ে যা শুন্‌লে তাতে তার মনের সমস্ত আনন্দ গেল এক নিমেষেই অন্তর্হিত হ'য়ে।

অশোক নিজে বল্‌লে, 'গৌরীকে ভাই আমি ভালবেসে ফেলেছি। ওকেই আমি বিয়ে কর্‌ব।'

অজয় নির্ম্মমভাবে আহত হ'য়েও কিন্তু অশোককে তা সে জান্‌তে দিলে না।

জমির চাষ হ'য়ে গেছে। ধানের বীজ ছড়ানো হোলো। কিন্তু বৃষ্টি নেই। গ্রামবাসী ভয়ে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

ক্রমে পুকুরের জল গেল শুকিয়ে। মাঠের মাটি ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল।

অশোক শশধরের শরণাপন্ন হ'লো। কোনোরকমে যদি সে একটা 'টিউব ওয়েল' সংগ্রহ কর্‌তে পারে।

গ্রামের লোকজন অশোকের কাছে এসে কাঁদতে থাকে। বলে, 'কি হবে কর্ত্তা? এ তুমি কি কর্‌লে? আমাদের দু' এক বিঘে জমি ছিল, এখান-ওখান থেকে খানাডোবার জল ছেঁচে কোনোরকমে মাটি ভিজিয়ে চাষ কর্‌তাম, কিন্তু এখন আর তারও উপায় নেই, সব একাকার ক'রে একেবারে পেল্লায় কাণ্ড ক'রে ফেলেছ, এখন আর সিনি-দুনির কর্ম্ম নয়!'

শশধর কল্‌কাতায় গেল কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে এলো। 'টিউব ওয়েলের' টাকা সে সংগ্রহ কর্‌তে পারেনি।

কোলিয়ারী কর্‌বার যে পরিকল্পনা অজয় একদিন পরিত্যাগ করেছিল, আজ আবার প্রতিজ্ঞা ক'রে বস্‌লো, কোলিয়ারী সে কর্‌বেই। অজয় এলো তার প্রচুর অর্থ আর প্রলোভন নিয়ে চাষের জমি কিনে ফেল্‌তে।

অশোকের নিষেধ-বারণ কেউ শুন্‌লে না। তাকে ছেড়ে দিয়ে সকলেই ছুট্‌লো অজয়ের কাছে জমিজমা বিক্রী কর্‌বার জন্যে।

অজয়ের সঙ্গে অরুণাও এসেছিল পুরন্দরপুরে।

অশোক দেখা কর্‌তে গেল অজয়ের তাঁবুতে। বলতে গেল—চাষের কাজ তার বন্ধ হ'য়ে গেছে।

এমন সময় এলো বৃষ্টি! যে-বৃষ্টির প্রতীক্ষায় এতগুলি মানুষ বসেছিল, সেই বৃষ্টি নাম্‌লো—আকাশ অন্ধকার ক'রে! বর্ষণের ধারা ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত উত্তপ্ত ধরিত্রীর বুকে নেমে এলো।

কিন্তু মানুষ? মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা?

অরুণারই বা কি হ'লো? গৌরীর? অশোকের কৃষিকার্য্য? —যার জন্যে সে এতদিন ধ'রে প্রাণপাত পরিশ্রম কর্‌লে? সবই কি গেল ব্যর্থ হ'য়ে?

গান

(১)

মোর চোখে ঝরে জল
আকাশ কাঁদিছে তাই।
নিখিল প্রদীপ মম
তাই কি চাঁদিমা নাই।

(২)

আমি ফুল হয়ে ফুলবনে
করিব খেলা
চাঁদ হয়ে সাদা মেঘে
ভাসাবো ভেলা
রাখালের হাতে আমি
হব রে বেণু।
সুরে সুরে রাঙ্গাইব
গোধূলি-রেণু।
রামধনু হব আমি
বাদল-মেঘে
আকাশের বুকে আশা
জাগাব জেগে
আঁধারে আঁধার আমি
আলোতে আলো,
কে আছে সুজন মোরে
বাসিবে ভালো।
বহুরূপী রূপশিখা
কে তুমি উজল
পরাণে পরাণ তুমি
লীলার কমল!

(৩)

ছায়াঘেরা ও পল্লী ডাকিছে মায়ের মতন করে,
সোনার শিকল ফেলে দিয়ে আয় শীতল
স্নেহের ঘরে॥

(৪)

শেষ হলো তোর অভিযান,
হীরা ফলে সোনার গাছে
হরিৎ-সাগর ভুলায় প্রাণ।
আজ দেবতার আশীষ-ধারা
রৌদ্র হ'য়ে দিল সাড়া
আপন হ'তে বাহির হ'য়ে
বাহিরকে তুই ঘরে আন্।
দিগন্তে ঐ আকাশ নামে
মাটির পায়ের পরশ নিতে,
বাতাস আনে চন্দন-বাস
শ্রান্ত হৃদয় ভ'রে দিতে।
কত আশা কত ব্যথা
ধানের শীষে ফুটলো হেথা
ধূলায় গড়িস্ ইন্দ্রপুরী
তোরাই যে আজ ভগবান।

(৫)

নূতনের স্বপন দেখি বারে বারে
যে এলো ছড়িয়ে আশা, ভালবাসা,
তোরা কি চিনিস্ তারে?
দুলিছে ফুলের নিশান দিকে দিকে,
আঁধারে চাঁদের লেখা কে দেয় লিখে?
উজল আকাশ চিন্‌তে নারে আপনারে।
যে বাঁধন ছিল ঘিরে,
সে কি আজ গেল ছিঁড়ে,
খাঁচার পাখী খাঁচা ভেঙ্গে,
অসীমকে অই পেল ফিরে।
নিজেরে ধূলি ক'রে বিলাই সুখে
সকলের চরণ-চিহ্ন ধরি বুকে,
আনন্দ আজ দিল ধরা
ব্যথার অশ্রু নদী পারে॥

(৬)

বাঁধিনু মিছে ঘর
ভুলের বালু চরে,
উজান ধারা আসি'
ভাঙ্গিল চিরতরে।
যে তরু পেল প্রাণ
আমার আঁখি জলে
সে কিরে সাজিবে না
মধুর ফুল-ফলে?
হৃদয় দিব যারে
সে বুঝি যাবে স'রে।
হেরিতে হাসি যার
বাঁশরী গাহে মম
সে কেন দহে মোরে
অনল-জ্বালা সম?
যা কিছু গড়ি সুখে
সকলি ব্যথা বুঝি
আলেয়া হেরি শুধু
আলোক যবে খুঁজি;
আজিকে শেষ খেয়া
একাকী বাহিব রে॥

(৭)

আবার যে রে রং ফিরেছে ধূলার ধরণীতে
শুন্‌বি তোরা গান
শুক্‌নো শাখা সবুজ হলো কোমল কিশলয়ে
এ যে মাটির দান।
ভুল করে যে কাঁটার ব্যথা দিল আজি মোরে
তারেই দিব ফুল
যে ভেঙ্গেছে গানের বীণা, গান শুনাবো তারে
ভাঙ্গবো তাহার ভুল,
দুখের মরুমাঝে এলো ফাগুন দিনের আশা
এলো বনের ভালবাসা,
এলো আনন্দেরই বান।
শুনবি তোরা গান।
যে বাতি আজ উঠ্‌লো জ্ব'লে সেকি
অমর হ'য়ে,
জ্বলবে চিরকাল?
তুফান যদি আসেই ভোলা, টুট্‌বে সায়র মাঝে
ময়ূরপঙ্খী-পাল।
পারের দেখা পাস্‌নি আজো হাল ধ'রে
ভাই ক'যে
টান্‌রে জোরে টান।

১৭২নং ধর্মতলা ষ্ট্রীট, নিউ থিয়েটার্সের পক্ষ হইতে শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও শ্রীপ্রভাস চন্দ্র দত্ত কর্তৃক প্রকাশিত। শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৭বি, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত।

Released: 17-8-1938

নিউ থিয়েটার্সের
নিবেদন —

দেশের মাটি

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

দেশের-মাটি

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড

১৭২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট : : : : কলিকাতা

দেশের মাটি ঃ চরিত্র

অশোক	দুই বন্ধু	...	সায়গল
অজয়		...	দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়
শশধর	অজয়ের পিসতুতো ভাই		ইন্দু মুখার্জ্জি
কুঞ্জ	...	...	কৃষ্ণচন্দ্র দে
ডাক্তার	অশোকের তিন বন্ধু	...	শ্যাম লাহা
উকিল		...	পঙ্কজ মল্লিক
ব্যবসায়ী		...	ভানু ব্যানার্জ্জি
ষষ্ঠীচরণ	...	...	অহি সান্যাল
নায়েব	...	...	টোনা রায়
যদু চক্রবর্ত্তী	...	...	অমর মল্লিক
অরুণা	অজয়ের ভগিনী	...	চন্দ্রাবতী
গৌরী	কুঞ্জের কন্যা	...	উমা দেবী

পরিচালনা, চিত্রশিল্প, চিত্রনাট্য ঃ নীতীন বসু

শব্দযন্ত্রী ঃ মুকুল বসু — সুরশিল্পী ঃ পঙ্কজ মল্লিক

সম্পাদনা ঃ সুবোধ মিত্র — রসায়নাগার অধ্যক্ষ ঃ সুবোধ গাঙ্গুলী

ব্যবস্থাপক ঃ পি, এন, রায় — সেটিং ঃ অর্জ্জুন রায়, সৌরেন সেন, পি, এন, রায়

কাহিনী ঃ বিনয় চ্যাটার্জ্জি, শৈলজানন্দ মুখার্জ্জি, সুধীর সেন, নীতীন বসু

সহঃ পরিচালক ঃ সুধীর সেন — সহঃ সুরশিল্পী ঃ হরিপ্রসন্ন দাস

সঙ্গীত রচনা ঃ অজয় ভট্টাচার্য্য

সহকারিগণ ঃ

চিত্র-শিল্পে ঃ দিলীপ গুপ্ত, অমূল্য মুখার্জ্জি এবং কেষ্ট হালদার, যোগী দত্ত, মনু ব্যানার্জ্জি

শব্দ-যন্ত্রে ঃ অরবিন্দ চ্যাটার্জ্জি ; সেট-পরিকল্পনায় ঃ অনাথ মৈত্র, পুলিন ঘোষ

ব্যবস্থাপনায় ঃ অজিত লাহিড়ী ॥ ধারা-রক্ষী ঃ জোয়াদ হোসেন

বৈজ্ঞানিক কৃষিযন্ত্রাদি দ্বারা সাহায্য করার জন্য মেসার্স উইলিয়াম জ্যাকস্ লিঃ এবং মেসার্স জেসপ এণ্ড কোং লিমিটেডের নিকট আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি

'দেশের মাটি' চিত্রের রেকর্ডিং—বি-এ-এফ্ সাউণ্ড সিষ্টেমে হইয়াছে

দেশের মাটি

পুরন্দরপুর গ্রামের কুঞ্জ ঠাকুর অন্ধ—অবস্থা মন্দ নয়। ধানের জমি আছে, গাই আছে, গরু আছে,—বাড়ী ঘরদোর কিছুরই অভাব নেই। অভাব শুধু মানুষের। স্ত্রী নেই, পুত্র নেই, আছে শুধু সুন্দরী এক কন্যা—গৌরী।

গৌরীর বয়স হয়েছে। অর্থাৎ পল্লীগ্রামে ঠিক যে-বয়েসে সাধারণতঃ মেয়েদের বিয়ে দেওয়া হয়, সে-বয়েস তার পেরিয়ে গেছে।

পল্লীগ্রামে এত বড় বয়স পর্য্যন্ত সুন্দরী মেয়েকে অবিবাহিতা রাখা শুধু অপরাধ নয়—পাপ! তাই গ্রামের সমাজ কুঞ্জ ঠাকুরকে একঘরে করলে। যদু চক্রবর্ত্তী হ'লেন এই সমাজের মাথা।

যদু স্থির ক'রলেন—কুঞ্জ ঠাকুরের জমিতে কেউ লাঙল্ দেবে না। এর বিরুদ্ধে বলবার কিছুই নেই। কারণ সমস্ত গ্রামের লোক যদুর ভয়ে সন্ত্রস্ত। সবাই তাঁর কাছে টাকা ধারে।

* * * *

এদিকে কলকাতায় অজয় আর অশোক—দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু। ওদের বন্ধুত্ব আশৈশব।

অজয় বড়লোক, অশোক গরীব। কে কি কাজ ক'রবে—সম্প্রতি এই নিয়ে তাদের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটলো।

বন্ধু অজয় বললে, 'ন্যাথ্ অশোক, এটা হচ্ছে যন্ত্রের যুগ। চল্ আমরা দু'জনে বিলেত থেকে এই-সব কিছু শিখে আসি। তাতে নিজেদের উন্নতি তো হবেই—আর দশজনেরও কাজে লাগবো।'

অশোক তাতে রাজী নয়—সে বলে, 'কিন্তু ভাই, আমার বিশ্বাস, বর্ত্তমানে কৃষিকার্য্যই আমাদের প্রধান কার্য্য।'

অজয় সে-কথা শুনতে চায় না। দুই বন্ধুতে বিলেত যাবে, যাবার যা-কিছু আয়োজন সে করে' ফেলেছে।

অজয়ের বাড়ীতে আছে মাত্র সে নিজে, তার এক অবিবাহিতা যুবতী ভগিনী অরুণা, তার এক পিসতুতো ভাই শশধর, আর তার বাপের আমলের নায়েব-মশাই।

বর্ষাকাল। ঝম্ ঝম্ করে' বৃষ্টি নেমেছে। অজয়, অরুণা, শশধর আর নায়েব মশাই—চারজনে অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে অশোকের জন্যে। অনেকক্ষণ পরে বৃষ্টিতে ভিজ্‌তে ভিজ্‌তে গান গাইতে গাইতে অশোক এলো।

দুই বন্ধুতে বিলেত যাবে, আজ তাদের আনন্দের দিন। কিন্তু সব আনন্দ অশোক দিলে মাটি করে'। এসেই বল্‌লে, বিলেত সে যাবে না, দূরের কোনও গ্রামে গিয়ে যেমন করে' হোক্ চাষের কাজ করবে।

* * * *

শেষ পর্য্যন্ত করলেও তাই। কৃষির ওপর অশোকের যে প্রচণ্ড বিশ্বাস—তাকেই প্রধান সম্বল ক'রে অশোক গিয়ে হাজির হ'লো পুরন্দরপুর গ্রামে। তার সঙ্গে গেল আরও তিন জন বন্ধু। একজন ডাক্তার, একজন উকিল, আর একজন ব্যবসাদার।

চাষ ত' করবে, কিন্তু জমি দেবে কে? ওদের সঙ্গে কোনরকমের সহযোগীতা যদুর মতে অবাঞ্ছনীয়। কেউ জমি দিতে চায় না। অনাবাদী জমি—যেমন পড়ে আছে তেম্‌নি পড়ে থাকবে সেও ভালো! কল্‌কাতা থেকে

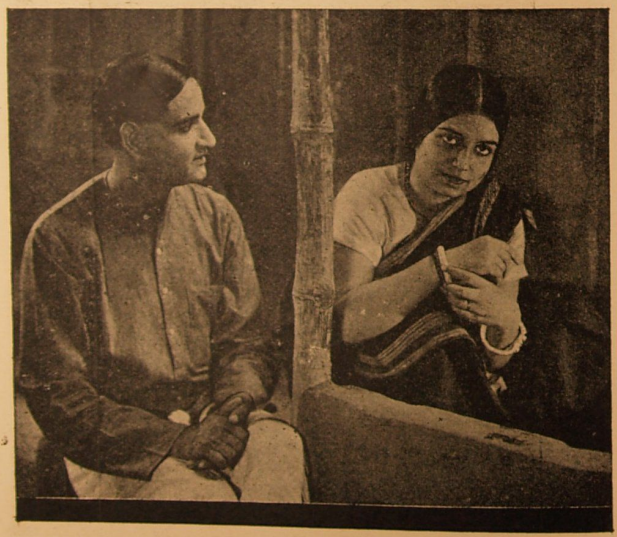

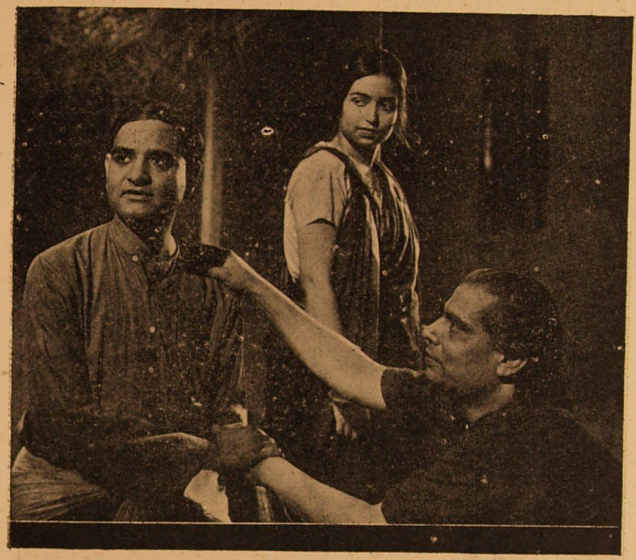

এসেছে ওরা—শহরের লোক—ভেতরে ভেতরে কি মতলব যে আছে তাই-বা কে জানে?

কিন্তু তা'তে কুঞ্জ ঠাকুরের ভাল হ'লো। ওরা এলো কুঞ্জর কাছে। কুঞ্জ বললেন, 'এসো তোমরা, আমি জমি দেবো। জমি দেবো, গরু দেবো, লাঙল্ দেবো, থাকতে দেবো।'

এদিকে সবাই ওরা আনাড়ি। ভেবেছিল বুঝি নিজের হাতে চাষ করা খুবই সহজ, কিন্তু লাঙল্ ধরতে গিয়ে সবাই মিলে একটা হাস্যকর ব্যাপার করে' তুল্‌লে। যদু চক্কোত্তির লোকেরা হাসাহাসি কর্‌তে লাগ্‌লো।

কুঞ্জ ঠাকুর বললেন, 'ভিন্‌গাঁ থেকে মজুর আনিয়ে চাষ করাতে হবে। নিজের হাতে তোমরা পার্‌বে না।'

অথচ ভিন্‌গাঁ থেকে মজুর আনিয়ে চাষ করতে হ'লে অনেক টাকা চাই।

অশোক কল্‌কাতায় এলো টাকার সন্ধানে। অজয় তখন বিলেত

চ'লে গেছে। তার সঙ্গে দেখা হ'লো না। অরুণা তা'কে টাকা দিতে চাইলে। কিন্তু অরুণার কাছ থেকে টাকা নিতে তার লজ্জা হ'লো। টাকা সে নিলে না।

অরুণা তখন মনে মনে প্রতিজ্ঞা কর্‌লে, অশোককে তার টাকা নিতেই হবে। শশধরের হাত দিয়ে টাকা সে পাঠিয়ে দিলে লুকিয়ে। টাকা কে দিয়েছে, শশধরকে সে কথা বলতে নিষেধ করে' দিলে।

এদিকে অশোককে লুকিয়ে লুকিয়ে সাহায্য কর্‌লে অরুণা, ওদিকে গৌরীও দেখা গেল অশোককে তার সাধ্যমত সাহায্য কর্‌তে চায়, কাউকে কিছু না জানিয়ে।

তবে কি অরুণা ও গৌরী দু'জনেই অশোককে ভালবাসে ?

কিন্তু গৌরীর ব্যাপারটা কেমন করে' না-জানি যদু চক্কোত্তি আন্দাজে টের পেয়েছে।

এই নিয়ে একদিন যদু প্রকাশ্য মজ্‌লিসে কুঞ্জ ঠাকুরকে যৎপরোনাস্তি অপমান করলেন। আর শুধু কুঞ্জকে অপমান করেই তিনি ক্ষান্ত হ'লেন না —অশোকদের কাজের ক্ষতি করবার জন্যেও ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লেন।

কিন্তু ক্ষতি কর্‌ব বল্‌লেই কি মানুষের ক্ষতি এত সহজে মানুষ কর্‌তে পারে ?

একদিন রাতে যদু এলেন কুঞ্জর ক্ষেতে। উদ্দেশ্য সমস্ত ফসল নষ্ট ক'রে দিতে হবে। কিন্তু কাজে অগ্রসর হ'য়েই যদু হঠাৎ বাধা পেলেন। যা ঘটেছিলো তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ এই—সীমা তিনি পেরিয়ে গেছেন ব'লে—তাঁর বিবেক আজ আর সুপ্ত থাকতে রাজী হলো না। যদুর সঙ্গে বৃহত্তর যদুর পরিচয় হলো। যদুর চোখে জল এলো।

অশোকদের প্রাণপাত পরিশ্রম আর একাগ্র নিষ্ঠার গুণে কুঞ্জ ঠাকুরের সমস্ত মাঠ একেবারে ধানে ধানে ভরে' গেছে। আর ওদিকে যদুর সঙ্গে যারা যোগ দিয়েছিলো ফসল বলতে তাদের বিশেষ কিছুই হ'লো না।

অপর্য্যাপ্ত পাকা ধান ছড়িয়ে রয়েছে কুঞ্জ ঠাকুরের মাঠে। এত ধান যে অশোকেরা কেটে শেষ করে' উঠতে পারছে না।

আর ঠিক সেই সময়েই এলো দৈবের বিড়ম্বনা! সারা আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে ফেললে। এক পশলা বৃষ্টি হ'লেই সর্ব্বনাশ! মাঠের ধান মাঠেই থেকে যাবে।

অশোকের দুর্ভাবনার আর অন্ত নেই।

কিন্তু অকস্মাৎ শশধর তাকে বাঁচালে সে-দুর্ভাবনা থেকে।

কলকাতা থেকে হঠাৎ সে একদিন একটা প্রকাণ্ড 'ট্রাক্টার' নিয়ে এসে' হাজির!

কিন্তু হতভাগা টাকা পেলে কোথায়?

অশোককে বললে, 'সে-সব জেনে তোমার দরকার নেই। তবে অরুণার কাছ থেকে আনিনি—এইটুকুই শুধু জেনে রাখো।'

অথচ আমরা জানি, টাকা সে এনেছে অরুণার কাছ থেকে। অরুণা নিতান্ত সঙ্গোপনে অশোককে যেমন সব রকমে সাহায্য করে, আবার তেমনি গোপনেই সে তাকে ভালবাসে। অশোককে কিছুই সে জানতে দেয় না।

এতদিনে সমস্ত গ্রামের লোক বুঝতে পারলে—অশোকের সঙ্গে যোগ না দিয়ে তারা ভুল করেছে। এবার তারা দলে দলে যোগ দিতে লাগলো। সমস্ত গ্রামের লোক এক হয়ে গেছে। খণ্ড খণ্ড জমির আল্ ভেঙে দেওয়া হয়েছে।

সুবিস্তৃত সমতল ক্ষেতের ওপর এবার 'ট্রাক্টার' চল্‌বে। গ্রামে যেন উৎসব সুরু হয়েছে। গ্রামের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা এসে জড়ো হয়েছে ক্ষেতের ধারে। দৈত্যের মত মেসিন চল্‌ছে সব একাকার করে' দিয়ে।

অজয় ফিরে এলো বিলেত থেকে! তাড়াতাড়ি ফিরে আসবার কারণ—সে ঠিক করেছে দেশে ফিরেই নতুন ধরণের একটি কলিয়ারী কর্‌বে। বোরিং রিপোর্টে একটা জায়গায় সে প্রথম শ্রেণীর কয়লার সন্ধান পেয়েছিল।

কিন্তু এসেই শুন্‌লে, ঠিক সেই জায়গাতেই চাষ কর্‌ছে তার বন্ধু অশোক।

কলিয়ারী তৈরী করবার কল্পনা তাকে পরিত্যাগ কর্‌তে হ'লো।

চাষ কর্‌তে গিয়ে অশোক কৃতকার্য্য হয়েছে শুনে অজয়ের আনন্দের আর সীমা রইলো না। ভবিষ্যতে অরুণার সঙ্গে অশোকের বিয়ে দেবে—এই ছিল তার অভিপ্রায়। অজয় জান্‌তো—অরুণা অশোককে ভালবাসে।

অজয় নিজে গেল পুরন্দরপুরে—অশোকের কাজ দেখ্‌তে, বন্ধুকে তার অন্তরের অভিনন্দন জানাতে। কিন্তু গিয়ে যা শুন্‌লে তাতে তার মনের সমস্ত আনন্দ গেল এক নিমেষেই অন্তর্হিত হ'য়ে।

অশোক নিজে বল্‌লে, 'গৌরীকে ভাই আমি ভালবেসে ফেলেছি। ওকেই আমি বিয়ে কর্‌ব।'

অজয় নির্ম্মম ভাবে আহত হ'য়েও কিন্তু অশোককে তা সে জান্‌তে দিলে না।

জমির চাষ হয়ে গেছে। ধানের বীজ ছড়ানো হোলো। কিন্তু বৃষ্টি নেই। গ্রামবাসী ভয়ে সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠ্‌লো।

ক্রমে পুকুরের জল গেল শুকিয়ে। মাঠের মাটি ফেটে চৌচির হ'য়ে গেল। বিজ্ঞান হার মান্‌লো দৈবের কাছে।

অশোক শশধরের শরণাপন্ন হ'লো। কোনোরকমে যদি সে একটা 'টিউব ওয়েল' সংগ্রহ কর্‌তে পারে! ছ' হাজার টাকা—ট্রাক্টারের জন্যে এত এত টাকা সে সংগ্রহ কর্‌লে, আর 'টিউব ওয়েলের' জন্যে ছ' হাজার টাকা আন্‌তে পার্‌বে না? খুব পার্‌বে।

গ্রামের লোকজন অশোকের কাছে এসে কাঁদতে থাকে। বলে, 'কি হবে কত্তা? এ তুমি কি কর্‌লে? আমাদের দু'এক বিঘে জমি ছিল,

এখান-ওখান থেকে খানাডোবার জল ছেঁচে কোনোরকমে মাটি ভিজিয়ে চাষ কর্‌তাম, কিন্তু এখন আর তারও উপায় নেই, সব একাকার করে' একেবারে পেল্লায় কাণ্ড করে' ফেলেছ, এখন আর সিনি-দুনির কর্ম্ম নয়!'

শশধর কল্‌কাতায় গেল কিন্তু নিরাশ হয়ে ফিরে এলো। 'টিউব ওয়েলের' টাকা সে সংগ্রহ কর্‌তে পারেনি।

অরুণা টাকা দেবার চেষ্টা যে করেনি তা নয়। কিন্তু তার নিজের কাছে যা-কিছু ছিল সবই সে দিয়ে ফেলেছে!

গ্রামের চাষীরা কর্‌লে বিদ্রোহ। বল্‌লে, 'এসো! আমাদের জমির 'আল্' আবার বেঁধে দেবে এসো।'

কলিয়ারী কর্‌বার যে পরিকল্পনা অজয় একদিন পরিত্যাগ করেছিল, আজ আবার প্রতিজ্ঞা করে' বস্‌লো, কলিয়ারী সে কর্‌বেই। একে গত বৎসর গ্রামের লোকের ফসল বল্‌তে কিছুই হয়নি, এ বৎসরও অনাবৃষ্টির জন্যে এখনও পর্য্যন্ত চাষের কিছুই হ'লো না, পুরন্দরপুরের সমস্ত লোক তখন আসন্ন দুর্ভিক্ষের

জন্য চিন্তিত। এমন সময় অজয় এলো তার প্রচুর অর্থ আর প্রলোভন নিয়ে চাষের জমি কিনে ফেল্‌তে।

আশোকের নিষেধ-বারণ কেউ শুন্‌লে না। তাকে ছেড়ে দিয়ে সকলেই ছুট্‌লো অজয়ের কাছে জমিজমা বিক্রী কর্‌বার জন্যে।

অজয়ের সঙ্গে অরুণাও এসেছিল পুরন্দরপুরে।

অশোক দেখা কর্‌তে গেল অজয়ের তাঁবুতে। বলতে গেল—চাষের কাজ তার বন্ধ হ'য়ে গেছে।

এমন সময় এলো বৃষ্টি! যে-বৃষ্টির প্রতীক্ষায় এতগুলি মানুষ বসেছিল, সেই বৃষ্টি নাম্‌লো—আকাশ অন্ধকার করে'! অপর্য্যাপ্ত বর্ষণের ধারা ভগবানের আশীর্ব্বাদের মত উত্তপ্ত ধরিত্রীর বুকে নেমে এলো!

ধরিত্রী শীতল হ'লো।

কিন্তু মানুষ ? মানুষের আশা, আকাঙ্ক্ষা ?

অরুণারই বা কি-হ'লো ? গৌরীরই বা কি হ'লো ? অশোকের কৃষিকার্য্য ?—যার জন্যে সে এতদিন ধরে' প্রাণপাত পরিশ্রম কর্‌লে ! সবই কি গেল ব্যর্থ হ'য়ে ?

গান

(১) মোর চোখে ঝরে জল
আকাশ কাঁদিছে তাই।
নিবিল প্রদীপ মম
তাই কি চাঁদিমা নাই।

---

(২) আমি, ফুল হয়ে ফুলবনে
করিব খেলা
চাঁদ হয়ে সাদা মেঘে
ভাসাবো ভেলা।
রাখালের হাতে আমি
হব রে বেণু।
সুরে সুরে রাঙ্গাইব
গোধূলি-রেণু।
রামধনু হব আমি
বাদল-মেঘে
আকাশের বুকে আশা
জাগাব জেগে
আঁধারে আঁধার আমি
আলোতে আলো,
কে আছে সুজন মোরে
বাসিবে ভালো।
বহুরূপী রূপশিখা
কে তুমি উজল
পরাণে পরাণ তুমি
লীলার কমল !

---

(৩) ছায়াঘেরা ওই পল্লী ডাকিছে মায়ের মতন করে,
সোনার শিকল ফেলে দিয়ে আয় শীতল স্নেহের ঘরে ॥

---

(৪) শেষ হলো তোর অভিযান,
হীরা ফলে সোনার গাছে
হরিৎ-সাগর ভুলায় প্রাণ।
আজ দেবতার আশীষ-ধারা
রৌদ্র হয়ে দিল সাড়া
আপন হতে বাহির হয়ে
বাহিরকে তুই ঘরে আন্।

দিগন্তে ঐ আকাশ নামে
মাটির মায়ের পরশ নিতে,
বাতাস আনে চন্দন-বাস
শ্রান্ত হৃদয় ভ'রে দিতে।
কত আশা কত ব্যথা
ধানের শীষে ফুটলো হেথা
ধূলায় গড়িস্ ইন্দ্রপুরী
তোরাই যে আজ ভগবান।

---

(৫)

নূতনের স্বপন দেখি বারে বারে,
যে এলো ছড়িয়ে আশা, ভালবাসা,
তোরা কি চিনিস্ তারে ?
দুলিছে ফুলের নিশান দিকে দিকে,
আঁধারে চাঁদের লেখা কে দেয় লিখে ?
উজল আকাশ চিন্‌তে নারে আপনারে।
যে বাঁধন ছিল ঘিরে,
সে কি আজ গেল ছিঁড়ে,
খাঁচার পাখী খাঁচা ভেঙ্গে,
অসীমকে অই পেল ফিরে।
নিজেরে ধূলি ক'রে বিলাই সুখে
সকলের চরণ-চিহ্ন ধরি বুকে,
আনন্দ আজ দিল ধরা
ব্যথার অশ্রু নদী পারে॥

---

(৬)

বাঁধিনু মিছে ঘর
ভুলের বালু চরে,
উজান ধারা আসি'
ভাঙ্গিল চিরতরে।
যে তরু পেল' প্রাণ
আমার আঁখি জলে
সে কিরে সাজিবে না
মধুর ফুল-ফলে ?
হৃদয় দিব যারে
সে বুঝি যাবে স'রে।
হেরিতে হাসি যার
বাঁশরী গাহে মম

সে কেন দহে মোরে
অনল-জ্বালা সম ?
যা কিছু গড়ি সুখে
সকলি ব্যথা বুঝি
আলেয়া হেরি শুধু
আলোক যবে খুঁজি ;
আজিকে শেষ খেয়া
একাকী বাহিব রে ॥

---

(৭)

আবার যেরে রং ফিরেছে ধূলার ধরণীতে
শুন্‌বি তোরা গান
শুক্‌নো শাখা সবুজ হলো কোমল কিশলয়ে
এ যে মাটীর দান।
ভুল করে যে কাঁটার ব্যথা দিল আজি মোরে
তারেই দিব ফুল

যে ভেঙ্গেছে গানের বীণা, গান শুনাবো তারে
ভাঙ্গবো তাহার ভুল,
দুখের মরুমাঝে এলো ফাগুন দিনের আশা
এলো বনের ভালবাসা,
এলো আনন্দেরই বান।
শুনবি তোরা গান।
যে বাতি আজ উঠ্‌লো জ্ব'লে সেকি অমর হ'য়ে,
জ্বল্‌বে চিরকাল ?
তুফান যদি আসেই ভোলা, টুট্‌বে সায়র মাঝে
ময়ূর পঙ্খী-পাল।
পারের দেখা পাস্‌নি আজো হাল ধ'রে ভাই ক'ষে
টান্‌রে জোরে টান।

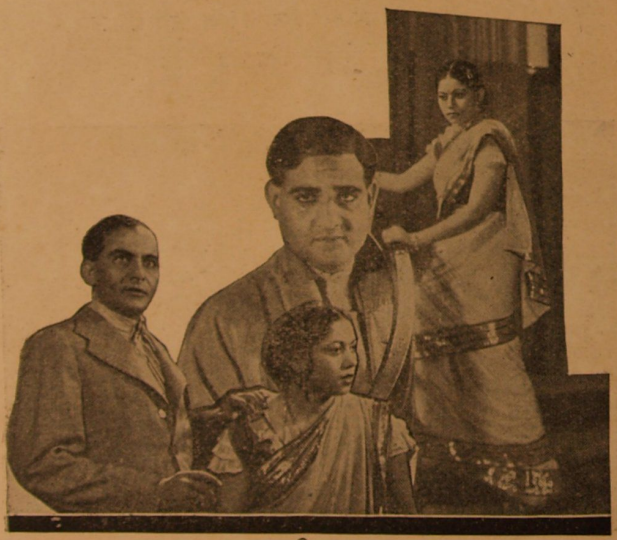

শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক
নিউ থিয়েটার্স লিঃ, ১৭২ নং, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা,
হইতে সম্পাদিত ও প্রকাশিত। কালিকা প্রেস লিঃ, কলিকাতা হইতে
শ্রীশশধর চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক মুদ্রিত।